দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 7 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

বানারীপাড়ায় বেশিরভাগ স্কুলে কম্পিউটার ও কৃষি শিক্ষার ক্লাস হয় না

॥ বানারীপাড়া (বরিশাল) সংবাদদাতা ॥

বানারীপাড়া ৯০ ভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও কৃষি শিক্ষার ক্লাস হয় না। অনিবার্য ফলাফল বিপর্যয় এড়ানোর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর ক্লাস না হলেও শিক্ষক বেতন ভাতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খরচ মিলিয়ে সরকারের প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা রাজস্ব অপচয় হচ্ছে এ খাতে।

বিভিন্ন সময় দলীয় সরকার থাকাকালে প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে টাকার বিনিময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে কোঠা পূরণ করেন। উপজেলার ৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৯টিতে ২১টি মাদ্রাসার ১৮টিতে কম্পিউটার ও কম্পিউটার শিক্ষক রয়েছে। দুই-একটি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার না থাকলেও তারা শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে সরকারের রাজস্ব ব্যয় করছে।

বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানশূন্য এবং অযোগ্য লোকদের কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে বিজ্ঞানের যুগ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পিছিয়ে রেখেছে। একটি সূত্রে জানা যায় যে, কেউবা তিন মাসের প্রশিক্ষণ কেউবা নাট্রামস কর্তৃক টাকার বিনিময় সনদ কিনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রধান বা কমিটি ম্যানেজ করে নগদ ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা উৎকোচের বিনিময় চাকরি নিয়ে থাকে। যে কারণে তারা ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানে ব্যর্থ হচ্ছে। এরা চাকরি বাঁচানোর জন্য অন্য বিষয়ে পাঠদান করছে। এসএসসি ও দাখিল ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় প্রতিবিষয় গড়ে ১০০-২০০ টাকা বা কোন কোন প্রতিষ্ঠান তারো অধিক টাকা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে শতকরা ৯০-১০০ ভাগ নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দেন। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার প্রধান শিক্ষক বা কোন কোন শিক্ষকের বাসায় ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।